"মিষ্টি বাচ্চারা - আধ্যাত্মিক সার্জেন তোমাদেরকে জ্ঞান-যোগের ফার্স্ট ক্লাস পুষ্টির পথ্য (খুরাক) খাওয়াচ্ছেন, এই আধ্যাত্মিক পথ্য একে-অপরকে খাইয়ে সকলের আপ্যায়ন করতে থাকো"

*প্রশ্নঃ - বিশ্বের রাজ্য ভাগ্য নেওয়ার জন্য কোন্ পরিশ্রম টি তোমরা করো? পাক্কা -পাক্কা অভ্যাসী হও?

*উত্তরঃ - জ্ঞানের তৃতীয় নেত্রের দ্বারা অকাল সিংহাসনাসীন আত্মা ভাইকে দেখার অভ্যাস করো। ভাই-ভাই মনে করে সকলকে জ্ঞান দাও। প্রথমে নিজেকে আত্মা মনে করে তারপর ভাইদের বোঝাও, এই অভ্যাস করো তো বিশ্বের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত হয়ে যাবে। এই অভ্যাসের দ্বারাই শরীরের অভিমান দূর হয়ে যাবে, মায়ার তুফান বা খারাপ সংকল্পও আসবে না। অন্যদের প্রতি জ্ঞানের তীরও ভালো ভাবে লাগবে।

ওম্ শান্তি । জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দাতা আত্মিক বাবা বসে আত্মিক বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র বাবা ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। এখন বাচ্চারা তোমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে। তোমরা জানো যে এখন এই পুরানো দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে যাবে। বেচারা মানুষ জানে না যে কে পরিবর্তন করছেন আর কিভাবে পরিবর্তন করছেন কেননা তাদের কাছে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র নেই। বাচ্চারা তোমাদের এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে যার দ্বারা তোমরা সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে জেনে গেছো। এটা হল জ্ঞানের স্যাকারিন। স্যাকারিনের একটা টুকরোও কতো মিষ্টি হয়। জ্ঞানেরও একটাই শব্দ হল মন্মনা ভব। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। বাবা শান্তিধাম আর সুখধামের রাস্তা বলে দিচ্ছেন। বাবা এসেছেন বাচ্চাদেরকে স্বর্গের উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য, তো বাচ্চাদেরকে কত খুশীতে থাকতে হবে। বলেও থাকে খুশীর মতো খুরাক নেই। যে সর্বদাই খুশী আর আনন্দে থাকে তাদের জন্য সেটা যেন পুষ্টিকর পথ্যের মতো হয়। ২১ জন্ম আনন্দে থাকার এই হল শক্তিশালী আহার। এই আহার সর্বদা একে-অপরকে খাওয়াতে থাকো। তোমরা শ্রীমৎ অনুসারে সকলের আপ্যায়ণ করে থাকো। সত্যিকারের খুশীর খুরাকও হল এটা যে - কাউকে বাবার পরিচয় দেওয়া। মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে অসীম জগতের বাবার দ্বারা আমাদের জীবন্মুক্তির খুরাক প্রাপ্ত হয়। সত্যযুগে ভারত জীবন্মুক্ত ছিল, পবিত্র ছিল। বাবা অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ খুরাক দিচ্ছেন, তবেই তো গায়ন আছে - অতীন্দ্রিয় সুখ জানতে হলে গোপ-গোপীদের জিজ্ঞেস করো। এটা হল জ্ঞান আর যোগের কত ফার্স্ট ক্লাস ওয়ান্ডারফুল খুরাক আর এই খুরাক এক আধ্যাত্মিক সার্জেনের কাছেই আছে। আর কেউ পুষ্টিকর পথ্যের বিষয়ে জানেই না।

বাবা বলছেন মিষ্টি বাচ্চারা আমি তোমাদের জন্য হাতের উপর সওগাত নিয়ে এসেছি। মুক্তি,জীবন্মুক্তির সওগাত আমার কাছেই থাকে। প্রতি কল্পে আমিই এসে তোমাদেরকে তা প্রদান করি। পুনরায় রাবণ ছিনিয়ে নেয়। তো এখন বাচ্চারা তোমাদের খুশীর পারদ কতটা ঊর্ধ্বমুখী থাকা চাই। তোমরা জানো যে আমাদের একটাই বাবা, টিচার আর সত্যিকারের সদ্গুরু, যিনি আমাদেরকে সাথে নিয়ে যাবেন। মোস্ট বিলভড বাবার থেকে বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত হচ্ছে, এটা কম কথা কী! সর্বদাই হাসি-খুশীতে থাকতে হবে। গডলি স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্য বেস্ট। এটা হল এখনকারই গায়ন। পুনরায় নতুন দুনিয়াতেও তোমরা সর্বদাই খুশী মানাতে থাকবে। জগতের মানুষ এটা জানে না যে সত্যিকারের খুশী কবে মানানো হয়। সাধারণ মানুষের কাছে তো সত্যযুগের জ্ঞানই নেই। তাই এখানেই পালন করতে থাকে। কিন্তু পুরানো তমোপ্রধান দুনিয়াতে খুশী কোথা থেকে আসবে! এখানে তো ত্রাহি-ত্রাহি করতে থাকে। কতই না দুঃখের দুনিয়া।

বাচ্চারা বাবা তোমাদেরকে কত সহজ রাস্তা বলে দিচ্ছেন, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কমল পুষ্পের মতো থাকো। ব্যবসা ইত্যাদি করেও আমাকে স্মরণ করো। যেরকম প্রেমিক আর প্রেমিকা হয়, তারা তো একে-অপরকে স্মরণ করতে থাকে। সে তার প্রেমিকা আর সে তার প্রেমিক হয়। এখানে এসব কথা নেই, এখানে তো তোমরা সবাই এক প্রেমিকের জন্ম-জন্মান্তরের প্রেমিকা হয়ে থাকো। বাবা তোমাদের প্রেমিকা হন না। তোমরাই সেই প্রেমিককে নিয়ে আসার জন্য স্মরণ করে এসেছো। যখন বেশী দুঃখ হয়, তখন সবাই স্মরণ করে, সুখের সময় কেউ স্মরণ করে না। এই সময় বাবাও হলেন সর্ব শক্তিবান, দিন-প্রতিদিন মায়াও সর্ব শক্তিবান - তমোপ্রধান হতে যাচ্ছে এইজন্য এখন বাবা বলছেন মিষ্টি বাচ্চারা দেহী-অভিমানী হও। নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে (এক বাবাকে) স্মরণ করো আর সাথে-সাথে দৈবীগুণও ধারণ করো তো তোমরা এইরকম (লক্ষ্মী-নারায়ণ) হয়ে যাবে। এই পড়াশোনাতে মুখ্য কথাই হল স্মরণ করা। উচ্চ থেকে উচ্চতম বাবাকে অত্যন্ত প্রেম, স্নেহের সাথে স্মরণ করা উচিত । এই বাবা-ই হলেন নতুন দুনিয়ার স্থাপনকর্তা। বাবা বলছেন বাচ্চারা, আমি এসেছি

তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাতে এইজন্য এখন আমাকে স্মরণ করো তো তোমাদের অনেক জন্মের পাপ বিনাশ হয়ে যাবে। পতিত-পাবন বাবাকেই আহ্বান করে তাই না। এখন বাবা এসেছেন, তো অবশ্যই পাবন হতে হবে। বাবা হলেন দুঃখ হরণকারী, সুখ প্রদানকারী। অবশ্যই সত্যযুগে পবিত্র দুনিয়া ছিল তো সবাই সুখী ছিল। এখন বাবা পুনরায় বলছেন বাচ্চারা, শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করতে থাকো। এখন হল সঙ্গমযুগ, মাঝি তোমাদেরকে এই পার থেকে ওইপারে নিয়ে যাচ্ছেন। নৌকা কোনও একটা নয়, সমগ্র দুনিয়াই যেন একটা বড় জাহাজ, এই জাহাজকে ওইপারে নিয়ে যাচ্ছেন।

মিষ্টি বাচ্চারা তোমাদেরকে কতোই না খুশীতে থাকতে হবে। তোমাদের জন্য সর্বদা খুশীই খুশী। অসীম জগতের বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন, বাঃ! এটা তো কখনও শোনোনি বা শাস্ত্রে পড়োনি। ভগবানুবাচ, আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছি। তোমাদেরকে অর্থাৎ আত্মিক বাচ্চাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছি তাই তোমাদেরকে ভালোভাবে শিখতে হবে। ধারণা করতে হবে। সম্পূর্ণ রীতিতে পড়তে হবে। পড়াশোনাতে নম্বরের ক্রমানুসার তো হতেই থাকে। নিজেকে দেখতে হবে - আমি উত্তম, মধ্যম নাকি কনিষ্ঠ? বাবা বলছেন নিজেকে দেখো আমি উচ্চপদ প্রাপ্ত করার যোগ্য হয়েছি? আধ্যাত্মিক সার্ভিস করছি? কেননা বাবা বলছেন বাচ্চারা সার্ভিসেবল্ হও, ফলো করো। আমি এসেইছি সার্ভিস

করার জন্য, প্রতিদিন সার্ভিস করি। এইজন্যই তো এই রথ নিয়েছি। এই রথ অসুস্থ হলে তো আমি এই রথে বসে মুরলী লিখি। মুখ দিয়ে তো বলতে পারি না তাই আমি লিখে দিই, যাতে বাচ্চাদের মুরলী মিস না হয় তো আমিও সার্ভিসে রত আছি তাই না। এটা হল আধ্যাত্মিক সার্ভিস।

বাবা মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, বাচ্চারা তোমরাও বাবার সার্ভিসে লেগে যাও। অন্ গড় ফাদারলি সার্ভিস। সমগ্র বিশ্বের মালিক বাবা-ই তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছেন। যে ভালো পুরুষার্থ করে তাকে মহাবীর বলা হয়। দেখা যায় - কে মহাবীর, যে বাবার ডাইরেকশনে চলে। বাবার আদেশ হল নিজেকে আত্মা মনে করে ভাই-ভাইকে দেখো। এই শরীরকে ভুলে যাও। বাবাও এই শরীরকে দেখেন না। বাবা বলছেন আমি আত্মাদেরকে দেখি। এছাড়া এটা তো জ্ঞান আছে যে আত্মা শরীর ছাড়া কথা বলতে পারে না। আমিও এই শরীরে এসেছি, লোন নিয়েছি। শরীরের সাথেই আত্মা পড়াশোনা করতে পারে। বাবার বসার স্থান হল এখানে। এটা হল অকাল সিংহাসন, আত্মা হল অকালমূর্তি। আত্মা কখনও ছোটো বড় হয় না, শরীর ছোটো বড় হয়। যে সমস্ত আত্মারা আছে, তাদের সকলেরই স্থান হল এই ভ্রুকুটির মাঝে। শরীর তো সকলের ভিন্ন-ভিন্ন হয়। কারোর অকাল সিংহাসন হল পুরুষের, কারো অকাল সিংহাসন হল স্ত্রীর, কারোর অকাল সিংহাসন হল বাচ্চার। বাবা বসে বাচ্চাদেরকে আধ্যাত্মিক ড্রিল করা শেখাচ্ছেন। যখন কারো সাথে কথা বলো তো প্রথমে নিজেকে আত্মা মনে করো। আমি আত্মা, অমুক ভাইএর সাথে কথা বলছি। বাবার বার্তা দাও - বলো, শিববাবাকে স্মরণ করো। স্মরণের দ্বারাই মরচে সরে যায়। সোনার মধ্যে যখন খাদ দেওয়া হয় তখন সোনার ভ্যালুই কম হয়ে যায়। তোমাদের আত্মাদের মধ্যেও মরিচা পরার কারণে তোমরা ভ্যালুলেস হয়ে গেছো। এখন পুনরায় পবিত্র হতে হবে। আত্মারা, তোমাদের এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে, সেই নেত্র দিয়ে নিজের ভাইদেরকে দেখো। ভাই-ভাইকে দেখলে কর্মেন্দ্রিয় কখনও চঞ্চল হবে না। রাজ্য-ভাগ্য নিতে হবে, বিশ্বের মালিক হতে হবে তো এই পরিশ্রম করো। ভাই-ভাই মনে করে সবাইকে জ্ঞান দাও তাহলে এই অভ্যাস পাক্কা হয়ে যাবে। তোমরা হলে সত্যিকারের ব্রাদার্স। বাবাও উপর থেকে এসেছেন, তোমরাও এসেছিলে। বাবা বাচ্চাদের সাথে সার্ভিস করছেন। সার্ভিস করার জন্য বাবা সাহস প্রদান করছেন। সাহসী বাচ্চা, সহায়তায় বাবা.... তো এই প্র্যাক্টিস করতে হবে - আমি আত্মা ভাইকে পড়াচ্ছি। আত্মা পড়ছে তাই না। একে স্পিরিচুয়াল নলেজ বলা হয়, যেটা আত্মিক বাবার থেকেই প্রাপ্ত হয়। সঙ্গমেই বাবা এসে এই নলেজ প্রদান করেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করো। তোমরা অশরীরী এসেছিলে, পুনরায় এই শরীর ধারণ করে তোমরা ৮৪ জন্ম পার্ট প্লে করেছো। এখন পুনরায় বাড়ি ফিরে যেতে হবে এইজন্য নিজেকে আত্মা মনে করে ভাই-ভাইএর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে। এই পরিশ্রম করতে হবে। নিজের জন্য পরিশ্রম করতে হবে, অন্যের জন্য আমার কি আসে যায়। চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম অর্থাৎ প্রথমে নিজেকে আত্মা মনে করে তারপর ভাইদেরকে বোঝাও তাহলে ভালোভাবে তীর লাগবে। এই শক্তি ভরে দিতে হবে। পরিশ্রম করলে তবেই উঁচুপদ পাবে। বাবা এসেইছেন ফল দেওয়ার জন্য তাই পরিশ্রম তো করতেই হবে। কিছু সহ্যও করতে হবে।

কেউ উল্টোপাল্টা কথা বললে তোমরা চুপ করে থাকবে। তোমরা চুপ থাকলে তো অন্যেরা কি করবে? তালি দুই হাত দিয়ে বাজে। একজন মুখের তালি বাজালে, অন্য জন চুপ থাকলে তো প্রথমজন নিজে থেকেই চুপ হয়ে যাবে। দুইদিক থেকে তালি বাজলে তবে আওয়াজ হয়। বাচ্চাদের একে-অপরকে কল্যাণ করতে হবে। বাবা বোঝাচ্ছেন বাচ্চারা, সর্বদা খুশীতে থাকতে চাও তো মন্মনা ভব। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। ভাইকে (আত্মাকে) দেখো। ভাইদেরকেই এই নলেজ

দাও। যোগ করানোর সময়ও নিজেকে আত্মা মনে করে ভাইদেরকে দেখতে থাকবে তাহলে সার্ভিস ভালো হবে। বাবা বলেছেন ভাইদেরকে বোঝাও। সকল ভাই বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছে। এই আধ্যাত্মিক নলেজ একই বার তোমাদের (ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের) প্রাপ্ত হয়। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, পুণরায় দেবতা তৈরী হচ্ছ। এই সঙ্গম যুগকে থোড়াই ছেড়ে দেবে, তাহলে পার করবে কি করে? থোড়াই পতিত হবে। এটা হলো ওয়ান্ডারফুল সঙ্গম যুগ। তো বাচ্চাদেরকে আত্মিক যাত্রাতে থাকার অভ্যাসী হতে হবে। তোমাদেরই ভালোর জন্য বলা হচ্ছে। বাবার শিক্ষা ভাইদেরকে দিতে হবে। বাবা বলছেন আমি তোমাদেরকে (আত্মাদেরকে) জ্ঞান শোনাচ্ছি, আত্মাদেরকেই দেখছি। মানুষ মানুষের সাথে কথা বলার সময় তার মুখ দেখে তাই না। তোমরা যখন আত্মার সাথে কথা বলবে তো আত্মাকেই দেখবে। যদিও শরীরের দ্বারা জ্ঞান শোনাও তথাপি এখানে শরীরের অভিমানকে ত্যাগ করতে হয়। তোমরা আত্মারা বুঝতে পারছো যে পরমাত্মা বাবা আমাদেরকে জ্ঞান প্রদান করছেন। বাবাও বলছেন আমি আত্মাদেরকে দেখি, আত্মারাও বলছে আমরা পরমাত্মা বাবাকে দেখছি। তাঁর থেকে নলেজ গ্রহণ করছি, একে বলা যায় স্পিরিচুয়াল জ্ঞানের লেন-দেন, আত্মার সাথে আত্মার। আত্মার মধ্যেই জ্ঞান আছে, আত্মাকেই জ্ঞান শোনাতে হবে। এটাই হল শক্তি। তোমাদের জ্ঞানে এই শক্তি এসে গেলে তো যে কাউকে জ্ঞান বোঝানোর সাথে সাথেই তীর লেগে যাবে। বাবা বলছেন প্র্যাক্টিস করে দেখো, তীর লাগে তাই না। এই নতুন অভ্যাস ধারণ করতে হবে তাহলে শরীরের অভিমান দূর হয়ে যাবে। মায়ার তুফান কম আসবে। খারাপ সংকল্প আসবে না। ক্রিমিনাল আই থাকবে না। আমরা আত্মারা ৮৪ জন্মের চক্র লাগিয়েছি। এখন নাটক সম্পূর্ণ হচ্ছে। এখন বাবার স্মরণে থাকতে হবে। স্মরণের দ্বারাই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে, সতোপ্রধান দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। কত সহজ তাই না। বাবা জানেন যে বাচ্চাদেরকে এই শিক্ষা দেওয়াও আমার পার্ট। কোনও নতুন কথা নয়। প্রত্যেক ৫ হাজার বছর পর আমাকে আসতে হয়। আমি বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছি। বাচ্চাদেরকে বসে বোঝাচ্ছি মিষ্টি বাচ্চারা আত্মিক স্মরণের যাত্রাতে থাকো তো অন্ত মতি তথা গতি হয়ে যাবে। এটা হলো অন্তিম সময় তাই না। মামেকম্ স্মরণ করো তো তোমাদের সদ্গতি হয়ে যাবে। এই দেহী-অভিমানী হওয়ার শিক্ষা একইবার তোমাদের প্রাপ্ত হয়। কত ওয়ান্ডারফুল জ্ঞান! বাবা ওয়ান্ডারফুল তো বাবার জ্ঞানও ওয়ান্ডারফুল। কখন আসেন কেউ বলতে পারে না। এখন বাড়ি ফিরে যেতে হবে এইজন্য বাবা বলছেন মিষ্টি বাচ্চারা এটা প্র্যাক্টিস করো। নিজেকে আত্মা মনে করে আত্মাদেরকে জ্ঞান শোনাও। তৃতীয় নেত্র দ্বারা ভাই-ভাইকে দেখতে হবে, এতেই অনেক পরিশ্রম করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) যেরকম বাবা বাচ্চাদের আত্মিক সেবা করার জন্য এসেছেন, এইরকম বাবাকে ফলো করে আধ্যাত্মিক সার্ভিস করতে হবে, বাবার ডাইরেকশন অনুসারে চলে, খুশীর পুষ্টিকর আহার খেতে এবং খাওয়াতে হবে।

২) কেউ উল্টো-পাল্টা কথা বললে চুপ করে থাকো, মুখ দিয়ে তালি বাজাবে না। সহ্য করতে হবে।

বরদানঃ- দৃঢ়তার শক্তির দ্বারা মন-বুদ্ধিকে সিটের উপরে সেট করে সহজযোগী ভব

বাচ্চাদের বাবার সাথে ভালোবাসা আছে এইজন্য শক্তিশালী হয়ে স্মরণে বসার, চলার, সেবা করার অ্যাটেনশন অনেক দিচ্ছো কিন্তু মনের উপর যদি সম্পূর্ণ কন্ট্রোল না থাকে, মন যদি অর্ডার না শোনে তো অল্প কিছুক্ষণ ভালোভাবে বসার পর হেলতে-দুলতে শুরু করে দেয়। কখনও সেট হয় আবার কখনও আপসেট। কিন্তু একাগ্রতার বা দৃঢ়তার শক্তির দ্বারা মন-বুদ্ধিকে একরস স্থিতির সীটের উপরে সেট করে দাও তো সহজযোগী হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- যা কিছু শক্তি আছে সেগুলিকে সময় অনুসারে ইউস্ করো তাহলে খুব ভালো ভালো অনুভব হবে।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন -

এখন প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা বাবার সমান চৈতন্য চিত্র হবে। লাইট আর মাইট হাউসের ঝাঁকি হবে। সংকল্প শক্তির, সাইলেন্সের ভাষণ তৈরী করে কর্মাতীত ডবল লাইট ফরিস্তা স্টেজের উপর বরদানর মূর্তির পার্ট প্লে করো, তবে সম্পূর্ণতার নিকটে আসবে। সেই কর্মাতীত স্টেজের আধারের উপর যার প্রতি যে সংকল্প করবে তার কাছে সেই সংকল্প

পৌঁছে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;